দ্বিতীয় অধ্যায়

একরোখা ও সুখপ্রিয়

নিরাশা-পাঁক

স্বপ্নে দেখলাম, এ কথা শুনে লোকটা দৌড়তে লাগল। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে যেতে না যেতেই, তার স্ত্রী-পুত্রেরা টের পেয়ে গেল, এবং "ফিরে এসো, ফিরে এসো" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তার পিছন পিছন ছুটল। কিন্তু লোকটা তা দেখে, কানে আঙ্গুল দিয়ে, "জীবন, জীবন, অনন্ত-জীবন" বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল, পিছন দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। প্রভু যীশু বলেছেন, "কেউ যদি আমার কাছে আসে, আর পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোনদের, এমন কি, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না" (লুক ১৪:২৬)। আবার লেখা আছে, "প্রাণ বাঁচাতে পালাও, পিছনে ফিরে তাকিও না, . . . পাছে ধ্বংস হও" (আদি. ১৯:১৭)। তাই সে সোজা মাঠের মাঝ বরাবর ছুটতে থাকল। প্রতিবেশীরাও কেউ কেউ এসে দেখল, সে প্রাণপণে ছুটছে, (যিরমিয় ২২:১০), তাই কেউ কেউ তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল, কেউ বা ধমক দিল, আবার অনেকে "ফিরে এসো, ফিরে এসো" বলে চেঁচাতে লাগল। দু'জন প্রতিবেশী তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনবে বলে স্থির করল। এদের নাম ***একরোখা ও সুখপ্রিয়***। — খ্রীষ্টিয়ান, একরোখা ও সুখপ্রিয়, এরা তিন রকম স্বভাবের মানুষের প্রতীক। খ্রীষ্টিয়ান হল প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত। যারা পুরনো চিন্তাধারা আঁকড়ে থাকে ও দৃঢ়রূপে সত্যের বা ঈশ্বরের প্রতিরোধ করে, 'একরোখা' তাদের, আর যারা কেবল সুখে বা আরামে থাকতে চায়, ও মতির কোন স্থিরতা নেই, 'সুখপ্রিয়' তাদের প্রতীক। "কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে" (মথি ২৪:১৩)। ইতিমধ্যে সে অনেকটা দূর চলে গেছে; সেজন্য তারা খুব জোরে দৌড়ে, খানিকক্ষণ পরে তার নাগাল পেল। তাদের দেখে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "ভাই, তোমরা এসেছ কেন?" তারা বলল, "তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে।" সে উত্তর দিল, "দেখ ভাই, অমন কথা মুখেও এনো না। ***ধ্বংস-নগরে*** তোমাদের বাস, আমার জন্মও সেই নগরে; কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, নগরটা নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখনই হোক, আর দু'দিন পরে হোক, ওখানে থাকলে মরতে হবেই হবে। আর মৃত্যুর পর কবর থেকেও গভীর স্থানে পড়তে হবে, সেখানে গন্ধক পুড়ছে ও দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। লেখা আছে, তারা 'অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হল . . . আর তারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিন-রাত যাতনা ভোগ করবে' (প্রকাশিত. ২০:১০)। তাই বলি, তোমরাও আমার সঙ্গে চল।"

একরোখা ও সুখপ্রিয়ের সঙ্গে কথা

— প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান কেবল নিজে পরিত্রাণ পেয়ে তৃপ্ত হয় না, অন্যদের পরিত্রাণের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যে অন্যের পরিত্রাণের বিষয়ে উদাসীন, সে যে নিজে পরিত্রাণ পাবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সুখপ্রিয়— কি বললে, আত্মীয়-স্বজন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে তোমার সঙ্গে যাব?

খ্রীষ্টিয়ান— নিশ্চয়ই; কারণ আমি যে-সুখের সন্ধানে বেরিয়ে এসেছি, তোমাদের বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার এক কণারও সমান নয়; আমরা তো দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করে অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করছি। কারণ যা কিছু দৃশ্য, তা ক্ষণকালস্থায়ী; কিন্তু যা অদৃশ্য, তা অনন্তকালস্থায়ী (২করি. ৪:১৮)। সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যদি আমার পথের পথিক হও, তবে আমারই মত সুখী হতে পারবে। কেননা আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে সুখের শেষ নেই; তাই বলি, আমার সঙ্গে এস; আমার কথা সত্যি কি না, তা যাচাই করবার জন্যই না হয় এস!

একরোখা— ভাল, সেখানে এমন কী ধন আছে, যার জন্য সব কিছু ফেলে রেখে চলেছ?

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই, আমি এক অক্ষয়, বিমল ও অজর (১পিতর ১:৪-৬) অধিকারের অন্বেষণে বেরিয়েছি; সেই অধিকার স্বর্গে রাখা আছে (ইব্রীয় ১১:১৬); যারা তার অন্বেষণ করে, যথাসময়ে তাদের তা দেওয়া হয়। এ কথা ঠিক কি না, তা এই বই পড়ে যাচাই করে দেখ।

একরোখা— রেখে দে তোর বই, এখন আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবি কি না, বল্?

খ্রীষ্টিয়ান— তা কি হয়! — লাঙ্গলে যখন হাত দিয়েছি, তখন আর পিছনে ফিরবার প্রশ্ন ওঠে না (লুক ৯:৬২)।

এ কথা শুনে ***একরোখা***, ***সুখপ্রিয়কে*** বলল, "দেখ, ***সুখপ্রিয়***! এ পাগল মরে মরুক; চল, আমরা বাড়ি ফিরে যাই। এ রকম কিছু অতি বুদ্ধিমান, খেয়ালী লোক আছে, কোনও খেয়াল তাদের মাথায় ঢুকলে, নিজেদের তারা সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে।"

সুখপ্রিয়— খ্রীষ্টিয়ান ভাইয়ের কথাটা যে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিলে! যদি তা সত্যি হয়, তা হলে, ও যে বিষয়ের অন্বেষণে বেরিয়েছে, তা তো আমাদের প্রিয় বিষয়ের চেয়ে ঢের ভাল। আমার মন কিন্তু ওর সঙ্গী হতে চায়।

একরোখা— তা হলে দেখছি, ওর মত বোকা আরও আছে। আমার কথা শোন, বুদ্ধিমানের মত বাড়ি চল; ও পাগল তোমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে কে জানে। চল, চল, বাড়ি যাওয়া যাক।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই একরোখা, তুমিও ***সুখপ্রিয়ের*** মত সঙ্গে এস; যে যে বিষয়ের কথা বলেছি, তা তো পাওয়া যাবেই, তা ছাড়া দেখবে, আরও কত গৌরবের বিষয় আছে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, এই বইটা পড়ে দেখ এর সব কথা সত্যি। যিনি এই বই লিখেছেন, তিনি নিজের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর ও ছাপ দিয়েছেন। — "আমরা তাঁর (যীশু খ্রীষ্টের) রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পেয়েছি" (ইফি. ১:৭)। এর সঙ্গে ইব্রীয় ৯:১৭, ২১ পদ দেখুন।

সুখপ্রিয়— ভাই ***একরোখা,*** শোন; আমি খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে চললাম। এর যে দশা আমারও তা-ই হবে! কিন্তু ভাই, ***খ্রীষ্টিয়ান,*** এই বাঞ্ছিত দেশের পথ তোমার জানা আছে তো?

খ্রীষ্টিয়ান— ***সুসমাচার প্রচারক*** নামে এক ভদ্রলোক আমাকে সামনের ঐ ছোট দরজায় তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন, ওখানে গেলে পথের বিষয় জানা যাবে।

সুখপ্রিয়— তবে ভাই, শিগ্‌গির চল।

এই বলে দু-জনে একসঙ্গে যাত্রা করল। তাদের যেতে দেখে ***একরোখা*** বলল, "তবে আমি আসি, এমন মাথা-খারাপ লোকদের সঙ্গে যেতে নেই।"

স্বপ্নে দেখলাম, ***একরোখা*** চলে গেলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** ও ***সুখপ্রিয়*** আলাপ-আলোচনা করতে করতে মাঠ দিয়ে যেতে লাগল।

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই, *সুখপ্রিয়,* এখন কেমন লাগছে, বল তো? তুমি সঙ্গে এসেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। অদৃশ্য সেই বিষয়ের শক্তি ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমি যেমন জেনেছি, ***একরোখা*** তেমনই জানতে পারলে, সে আর আমাদের ফেলে যেতে পারত না।

সুখপ্রিয়— ও কথা থাক ***খ্রীষ্টিয়ান*** ভাই, এখন তো আমরা দু-জন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই এখন যে দেশে যাচ্ছি, সে দেশের বৈভব ঐশ্বর্য কেমন, এবং কেমন করেই বা সেসব ভোগ করা যায়, সে-বিষয়ে আর একটু ভেঙ্গে বল, শুনি।

খ্রীষ্টিয়ান— এ সব বিষয় মনে যেমন অনুভব করা যায়, মুখে তা বুঝিয়ে বলা যায় না; তবে তুমি যখন শুনতে চাইছ, তখন এই বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

সুখপ্রিয়— আচ্ছা, তোমার বইয়ে যে-সব কথা লেখা আছে, সে-সব কি সত্যি বলে মনে হয়?

খ্রীষ্টিয়ান— নিশ্চয়ই, এর সব কথা সত্যি। যিনি এই বই লিখেছেন, তিনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না (তীত ১:২)।

সুখপ্রিয়— বেশ! কী কী বিষয় লেখা আছে?

খ্রীষ্টিয়ান— আমাদের বাস করবার জন্য এক অনন্ত রাজ্য আছে, আর আমরা অনন্ত জীবন পাব, যেন অনন্তকাল সেই রাজ্যে বাস করতে পারি। প্রভু যীশু বলেন, "আমার মেষেরা আমার ডাক শোনে, আর আমি তাদের চিনি, এবং তারা আমার পিছন পিছন চলে; আর আমি তাদের অনন্ত জীবন দিই। তারা কখনও বিনষ্ট হবে না, এবং কেউই আমার হাত থেকে তাদের কেড়ে নেবে না। আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা মহান; এবং কেউই পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারে না" (যোহন ১০:২৭-২৯)। এর সঙ্গে যিশাইয় ৪৫:১৭ দেখুন।

সুখপ্রিয়— বেশ, আর কী কী পাব?

খ্রীষ্টিয়ান— ধার্মিকতার মুকুট পাব। লেখা আছে, "এখন পর্যন্ত আমার জন্য ধার্মিকতার মুকুট তোলা রয়েছে" (২তীমথি ৪:৮)। আর একরকম পোষাক পাব, তা পরলে আমরা আকাশের

সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে যাব। সেখানে রাত্রি আর হবে না, এবং প্রদীপের আলোকের কিংবা সূর্যের আলোকের কোন প্রয়োজন হবে না।" — কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাদের আলোকিত করবেন, এবং তারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করবে" (প্রকাশিত. ২২:৫)। "তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে" (মথি ১৩:৪৩)।

সুখপ্রিয়— এ তো বড় চমৎকার! আর কী কী বল না, ভাই?

খ্রীষ্টিয়ান— আর কাঁদতে হবে না, দুঃখ করতেও হবে না; কেননা সেখানকার যিনি ***অধীশ্বর***, তিনি আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন। লেখা আছে, "এরা আর কখনও ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত হবে না, এদের রোদ বা কোন উত্তাপ লাগবে না; কারণ সিংহাসনের কেন্দ্রমণি মেষশাবক এদের পালন করবেন, এবং জীবন-জলের উনুইয়ের কাছে নিয়ে যাবেন। আর ঈশ্বর স্বয়ং এদের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।" "মৃত্যু আর হবে না, শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হবে না;প্রথম বিষয় সব লুপ্ত হয়ে গেল" (প্রকাশিত. ৭:১৬, ১৭;২১:৪)। এর সঙ্গে যিশাইয় ২৫: ৮ দেখুন।

সুখপ্রিয়— সেখানে কাদের সঙ্গে আমাদের বাস করতে হবে?

খ্রীষ্টিয়ান— ভাই, সরাফ ও করূবদের অর্থাৎ স্বর্গদূতদের সঙ্গে বাস করতে হবে। যিশাইয় ৬:২ ও যিহিষ্কেল ১:৪-১৪, এবং প্রকাশিত. ৫:১১ দেখুন। — "প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনিসহ, প্রধান দূতের রবসহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্যসহ স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, আর যারা খ্রীষ্টে মরেছে, তারা প্রথমে উঠবে। . . . পরে আমরা আকাশে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য একসাথে তাদের সঙ্গে নীত হব;এইভাবে সারাক্ষণ প্রভুর সঙ্গে থাকব" (১থিষলনীকীয় ৪:১৬, ১৭)। তাঁরা এমন উজ্জ্বলকান্তি যে, তাঁদের দিকে তাকালে তোমার চোখ ঝলসে যাবে। আমাদের আগে যে শত শত, অযুত অযুত লোক সেখানে গেছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে;তাঁরা কারও হিংসা করেন না, তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসেন, সকলেই পবিত্র। সকলেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে চলাফেরা করেন, এবং চিরদিনের জন্য গ্রাহ্য হয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সংক্ষেপে বলি, সেখানে স্বর্ণমুকুট পরা প্রাচীনদের দেখতে পাব (প্রকাশিত. ৪:৪)। সোনার বীণাধারী পবিত্র নিষ্কলঙ্ক দের দেখতে পাব। "এঁরা কেউ নারী সংস্পর্শে কলুষিত হননি, কারণ এঁরা কৌমারব্রতী। মেষশাবক যেখানে যান এঁরাও সেখানে তাঁর অনুসরণ করেন" (প্রকাশিত. ১৪:৪)। যারা সেখানকার ***অধীশ্বরকে*** মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, জগতের লোকেরা তাদের দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটেছে, আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে, হিংস্র জন্তু দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় খাইয়েছে, সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছে, তাদেরও দেখতে পাব। এঁদের "কেউ কেউ বিদ্রূপ, কশাঘাত, এমনকি শৃঙ্খলিত হয়ে কারাবরণ করেছেন। এঁরা প্রস্তরাঘাতে হত, করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডি ত ও তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছেন। নিঃস্ব, ক্লিষ্ট, উৎপীড়িত অবস্থায় এঁরা মেষ ও ছাগচর্ম পরিহিত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। এঁদের পক্ষে জগৎ উপযুক্ত স্থান ছিল না। পৃথিবীর পাহাড়ে, প্রান্তরে, গুহায় গহ্বরে, এঁরা বিচরণ

করতেন" (ইব্রীয় ১১:৩৬-৩৮। এই সঙ্গে যোহন ১২:২৫ দেখুন)। সেখানে তাঁরা কুশলে আছেন, এবং অমরতারূপ ভূষণে ভূষিত হয়েছেন। "আমরা জানি, আমাদের এই মর্ত্যদেহরূপ পার্থিব শিবির যদি ধবংস হয়ে যায়, তা হলেও ঈশ্বর-নিরূপিত এক শিবির আমাদের জন্য রয়েছে। এ শিবির হস্ত নির্মিত নয়, কিন্তু চিরস্থায়ী ও স্বর্গে অবস্থিত" (২করিন্থীয় ৫:১)।

সুখপ্রিয়— ভাই, তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ আহ্লাদে নেচে উঠছে। বেশ, আমরা কি এ সবই ভোগ করার জন্য পাব? আর কেমন করেই বা পাব?

খ্রীষ্টিয়ান— ***প্রভু***, যিনি সেই দেশের ***রাজা***, তিনি এই বইয়ে এ সব লিখে রেখেছেন, "হে তৃষিত মানব, তোমরা এখানে জলের কাছে এস, মিটাও তোমাদের তৃষ্ণা! এস তোমরা, যাদের অর্থ নেই, ক্রয় কর খাদ্য, ভোজন করে তৃপ্ত হও। এস বিনামূল্যে ক্রয় কর দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস! যাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই, তার জন্য কেন বৃথা অর্থব্যয় কর? যাতে তৃপ্তি নেই, তার জন্য কেন এত পরিশ্রম"? (যিশাইয় ৫৫:১-২)। যীশু বলেন, ". . . যে আমার কাছে আসে, তাকে আমি কখনো পরিত্যাগ করব না।" "যদি কেউ তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক" (যোহন ৬: ৩৭; ৭: ৩৭)। "যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে ইচ্ছুক, সে বিনামূল্যে জীবন-জল পান করুক" (প্রকাশিত. ২২:১৭)। তার মানে, যদি আমাদের অন্তর এ সবের জন্য সত্যিই ব্যাকুল হয়, তা হলে, তিনি বিনামূল্যে এ সব কিছু দেবেন।

সুখপ্রিয়— এ সব কথা শুনে সত্যিই খুব আনন্দ হল; ভাই, একটু পা চালিয়ে চল না? — সুখপ্রিয়ের অবস্থার বিষয় মথি ১৩:২০, ২১ পদে লেখা আছে। এই লোকেরা পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মত। তারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে, এবং তাদের এমন আনন্দ হয় যে, প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানদের থেকেও দ্রুত ধর্মপথে চলতে চায়;কিন্তু কোনও রকম দুঃখ-কষ্ট বা বাধা-বিঘ্ন এলে, সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক পথে ফিরে যায়।

খ্রীষ্টিয়ান— ইচ্ছে তো করে, কিন্তু পিঠের বোঝার ভারে পা যে দ্রুত চলে না।

স্বপ্নে দেখলাম, কথা শেষ হতে না হতে, তারা মাঠের মাঝখানে একটা ভয়ানক বিপজ্জনক ডোবার কাছে এসে পড়ল;এবং অন্যমনস্ক থাকাতে দু-জনেই ঝপাৎ করে তাতে পড়ে গেল। এ ডোবার নাম হল ***নিরাশা-পাঁক***। পাঁকে পড়ে গিয়ে দু-জনেই খানিকক্ষণ হাবুডুবু খেল। দু-জনেরই সারা গায়ে কাদা লেগে গেল। আবার পিঠে ভারি বোঝা থাকাতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বেচারা তো ডুবে যেতে লাগল।

সুখপ্রিয়— ***খ্রীষ্টিয়ান*** ভাই, এ কোথায় এনে ফেললে?

খ্রীষ্টিয়ান— তাই তো, এ আবার কি? কিছুই তো ঠিক করতে পারছি নে।

সুখপ্রিয়— (একটু রেগে) — বাঃ, এতক্ষণ বুঝি এই সুখের বড়াই করছিলে? পা বাড়াতে না বাড়াতেই যখন এই দুর্দশা, তা হলে, শেষে না জানি কত ভোগান্তি আছে! আমি এই বেলা পালাই, তুমি বরং আমার হয়ে সেই সুখের রাজ্য ভোগ করগে।

এই বলে খুব জোরে, দু-এক বার গা ঝাড়া দিয়ে, যে দিকে ***সুখপ্রিয়ের*** বাড়ি, পাঁক থেকে সেই দিকে উঠে, সে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য দৌড় দিল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** আর তাকে দেখতে পেল না।

এখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** একাই ***নিরাশা-পাঁকে*** পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর পাঁকের যে দিকে তার বাড়ি নয়, অথচ যে দিকটা সেই ছোট দরজার কাছাকাছি, গড়াতে গড়াতে সেই দিকে যেতে চেষ্টা করতে লাগল। আস্তে আস্তে পাড়ের কাছে গেল বটে, কিন্তু পিঠের বোঝার ভারে পাঁক থেকে উঠতে পারল না। স্বপ্নে দেখলাম, এমন সময়ে একজন লোক সেখানে এলেন, তাঁর নাম ***উপকারক***; তিনি এসে ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কেন?"

খ্রীষ্টিয়ান— আজ্ঞে, ***সুসমাচার প্রচারক*** নামে একজন লোক আমাকে এই পথে যেতে বলেন, আর ঐ দরজা দেখিয়ে বলেন, আসন্ন-কোপ থেকে যদি বাঁচতে চাও তো ওখানে যাও। যেতে যেতে হঠাৎ এই পাঁকে পড়ে গেছি।

উপকারক— কী বিপদ! এর মধ্যে যে পাথরের ধাপ আছে, পা টিপে টিপে তার উপর দিয়ে যাওনি কেন? (পাথরের ধাপের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা বোঝায়।)

খ্রীষ্টিয়ান— আজ্ঞে, ভয় পেয়ে পাশের পথ দিয়ে যাব বলে যেই পা ফেলেছি, অমনি কাদায় পড়ে গেছি।

"হাত বাড়িয়ে দাও", ***উপকারক*** এ কথা বলাতে ***খ্রীষ্টিয়ান*** হাত বাড়িয়ে দিল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে শক্ত মাটিতে দাঁড় করিয়ে বললেন, "এ বার নিজের পথে যাও।" লেখা আছে "তিনি বিনাশের গর্ত হতে, পঙ্কিল জলাভূমি থেকে আমাকে টেনে তুললেন, তিনি শৈলের উপর আমার চরণ রাখলেন" (গীত. ৪০:২)।

স্বপ্নে দেখলাম, তখন যেন আমি ***উপকারক*** মশাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "দেখুন, ***ধ্বংস-নগর*** থেকে ঐ ছোট দরজা পর্যন্ত যাবার পথ যখন এখান দিয়ে গেছে, তখন রাস্তাটা ভাল করে সারানো কি উচিত নয়? যাত্রীরা নিরাপদে যেতে পারত।" উত্তরে তিনি বললেন "এ পাঁকের রাস্তা কি আর সরানো যায়?"

পাপের বিষয়ে চেতনা জন্মালে সমস্ত জঞ্জাল ও আবর্জনা অবিরত এই ডোবায় এসে পড়তে থাকে, তাই এই ডোবার নাম ***নিরাশা-পাঁক***; পাপ করেছি, আর রক্ষা নেই, এই জ্ঞান জন্মালে লোকের মন ভয়ে ও সন্দেহে এবং শঙ্কায় আকুল হয়ে ওঠে; সেই সমস্ত একত্র হয়ে এখানে এসে জমা হয়। তাই এই মাটি এত খারাপ। রাজা চান না, এ জায়গাটা এমন খারাপ থাকে। এর উন্নয়নকল্পে রাজার মজুরেরা তাঁর তত্ত্বাবধায়কদের পরিচালনায় দু-হাজার বছরেরও বেশি সময় অবিরত পরিশ্রম করে চলেছেন; হাজার হাজার গাড়ি মাটি অর্থাৎ রাজাধিরাজের রাজ্যের সব জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ সৎশিক্ষারূপ মাটি এনে ফেলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত — এ জায়গার উন্নয়নের জন্য এর থেকে ভাল ব্যবস্থা আর সম্ভব নয়; তবু দেখ,

একটুও ভাল হয়নি, আজও সেই ***নিরাশার পাঁক*** হয়েই রয়েছে। যতই চেষ্টা কর না কেন, এ স্থান ভাল হবার নয় — যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

তবে বিধাতার আজ্ঞায় এই পাঁকময় খানার মধ্য দিয়েই খুব শক্ত শক্ত ধাপ বসানো হয়েছে; কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সময়ে যখন পচা আবর্জনা থেকে বাষ্প উঠতে থাকে, তখন সেই সব ধাপ বড় একটা নজরে আসে না। আবার চোখে যখন পড়ে, মাথায় চক্কর খাওয়ার জন্য পা ধাপে না-পড়ে পাঁকের মধ্যেই গিয়ে পড়ে; কিন্তু একবার দরজায় ঢুকতে পারলে, আর চিন্তার কিছু থাকে না। ওখানকার মাটি খুব ভাল। — আমি তোমাদের উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা দেব (১শমূয়েল ১২:২৩, পুরো অধ্যায়টাই দেখুন)। পরিত্রাণ-আকাঙ্ক্ষী নিজের হীনতা ও দুর্বলতা বুঝতে পেরে অনায়াসে ***নিরাশা-পাঁকে*** পড়তে পারে; কিন্তু যারা নিজেদের হীনতা জেনেও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রাখে, তারা পাঁকে পড়ে না।

স্বপ্নে দেখলাম, ***সুখপ্রিয়*** ঘরে পৌঁছে গেছে। প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসে কেউ বলল, "ফিরে এসে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ;" কেউ বলল, "***খ্রীষ্টিয়ানের*** সঙ্গে যাওয়াই তোমার বোকার মত কাজ হয়েছিল;" আবার অনেকে ভীরু বলে বেচারাকে ঠাট্টা করে বলল, "সাহস করে যখন গিয়েছিলে, তখন একটু কষ্ট দেখেই ফিরে এসে ভাল করনি, আমি হলে অমন নীচ কাজ করতে পারতাম না।"

মন্তব্যগুলো শুনে ***সুখপ্রিয়*** মাথা নিচু করে বসে রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে, সে একটু মাথা তুলতেই সবাই তাকে ছেড়ে, ***খ্রীষ্টিয়ানের*** অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে যা মুখে এল, তা-ই বলতে লাগল।